প্রথম আলো

তারিখ 12 2 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াত চক্রের ১১ জন আটক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

মুঠোফোনে উত্তর সরবরাহ করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহযোগিতাকারী একটি জালিয়াত চক্রকে শনাক্ত করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ইতিমধ্যে দুদকের এক সহকারী পরিদর্শকসহ এই চক্রের ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন: দুদকের সহকারী পরিদর্শক মফিজুর রহমান, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র রেফায়েত সানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র অমিতাভ চৌধুরী, ফিন্যান্স বিভাগের সন্ধ্যাকালীন এমবিএর ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুন, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হাবিবুর রহমান হাবিব, সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র নুরুল হুদা ওরফে ডলার মাহমুদ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র কফিলউদ্দিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক রুবেল বিশ্বাস, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আজিজুল হক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র পরশ ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ছাত্র মো. সাজ্জাদ হোসেন।

> এই চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় মুঠোফোনে উত্তর সরবরাহ করে থাকেন

ডিবির সহকারী পুলিশ কমিশনার তৌহিদুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, এই চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় মুঠোফোনে উত্তর সরবরাহ করে পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতা করে থাকেন। আটক দুদকের সহকারী পরিদর্শক মফিজুর রহমান ও কফিলউদ্দিন এ চক্রের মূল হোতা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সহায়তায় গতকাল বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এঁদের আটক করা হয়।

গত শনিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী হারুন-অর-রশীদকে আটক রেখে মুক্তিপণ দাবি করেছিলেন আটক হাবিবুর রহমান ও রুবেল বিশ্বাস। হারুন সাংবাদিকদের বলেন, ভর্তি পরীক্ষার আগে রুবেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে রুবেল তাঁকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং উত্তর বলে দেবেন বলে মৌখিক চুক্তি করেন। জামানত হিসেবে তাঁর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট রেখে দেন তাঁরা।

হারুন বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাঁরা ফোন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে যেতে বলেন। টিএসসিতে আসার পর তাঁরা তাঁকে জিয়াউর রহমান হলের ২০৮ নম্বর (হাবিবের কক্ষ) কক্ষে নিয়ে আটকে রেখে চুক্তির দ্বিগুণ এক লাখ ২০ হাজার টাকা দাবি করেন। রাতেই এসএ পরিবহনের এলিফ্যান্ট রোড শাখার মাধ্যমে ওই টাকা পাঠানোর দাবি জানান তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে ওই পরিবহন অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শনিবার সকাল পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়।

গতকাল হারুনের বাবা এসএ পরিবহনের মাধ্যমে টাকা পাঠান এবং একই সঙ্গে ডিবি পুলিশকে খবর দেন। দুপুর আড়াইটার সময় এসএ পরিবহনের এলিফ্যান্ট রোড শাখা থেকে টাকা আনতে গেলে ডিবি পুলিশ হাবিব ও রুবেলকে আটক করে।